International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-I, July 2016, Page No. 41-47
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নারী প্রগতির আলোকে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প

মামনি মাহাত
ছাত্রী গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত

Abstract

Narendranath Mitra, assaulted in the war dispute agitation, is a short story writer in the twentieth century. The life of this century is woven in the warp and woof of expectation and non-pro-curement, void of love, taciturnity and mechanism and ideal and degradation. Naturally there is much repercussions of complexity and conscience in the literatureI am trying to clarify how the flow of short story in twentieth century literature touches the feelings moods and becomes the carrier of modern idealism. Narendranath Mitra is the short story writer of the fourth decades in the twentieth century. The decade is called as the transition period of Bengali short story. The real, vivid picture of erosion of middle class values, the changing position of women have been reflected in the writings of Narendranath Mitra. In his story, the weal and woe, laugh and cry, pleasure and sorrow in the lifestyle of the middle class society have been painted clearly. He has shown the dream of freedom from the bandage of society depending on love of women, respect and fraternity under the circumstances of refugee problem, riot and after war atmosphere. Despite the atmosphere of dejected and despondent world he has unveiled the path of transition lightening the ray of hope from the gloomy state. The women society being influenced by the ideology has declined to tolerate the authority of patriarchal Society. By earning themselves in the society they want to live with self respect to experience the right to education and the right to women. It bears the indication of strong protest against the injustice of worn-out Society. The movement in women's advancement has gained a new milestone in the twentieth century after the renaissance in nineteenth century literary movement. The progressive thinking of women gains a new dimension in Narendranath Mitra's short stories 'Avinetri', 'Abataranika', 'Mahasweta', 'Ras', 'Setar', 'Pratibhu', 'Chhoto Didimoni' etc. The women characters in these short stories have gained the dignity of modernism shunning ideas and notion of middle class sentimentality.

Key Words: Women Advancement, patriarchal and worn-out society, renaissance, Women ideology, Women Protest.

বাংলা মধ্যবিত্ত জীবনের একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিশ শতকের চারের দশকে বাংলা সাহিত্যাকাশে গোত্রান্তর ঘটিয়েছেন লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি মধ্যবিত্ত সুখ,দুঃখ, হাসি-কান্না,আনন্দ-বিরহ গল্পের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। তিনি মানব চরিত্রের ভেতরের রূপটি টেনে বের করে

এনে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। সেখানে প্রীতি-প্রেম সৌহার্দ্য শ্রদ্ধা ভালোবাসা সবই এসেছে তাঁর লেখনীর ঘেরাটোপে। তিনি তাঁর 'গল্প লেখার গল্প' এ মন্তব্য করেছেন -"পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্খা বারবার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।"[১] অর্থাৎ তিনি মানবের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তার নির্যাসটুকু টেনে বের করে এনেছেন। তিনি দুঃখ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েও দুঃখকে জয় করেছেন, দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন।এই সুখের আভাস পাঠকচিত্তে এমন এক আনন্দের আস্বাদ বয়ে এনেছে, যা তাঁর শিল্পকে দিয়েছে সার্থক রূপ। ছোটগল্পগুলি তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচনা করেছেন একদিকে যেমন উদ্বাস্তু সমস্যা,দাঙ্গা মন্বন্তর ও যুদ্ধোত্তর পরিবেশের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে, তেমনি অপরদিকে প্রেমের গভীরতা ও নারী মানসিকতার বদল ঘটিয়ে লেখনীর যাদুস্পর্শে গল্পগুলিকে এক অসাধারণ মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন।

চরিত্র সৃষ্টি ও সংলাপ রচনাতেও তিনি অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী হয়েছেন। এই হতাশাগ্রস্থ নৈরাশ্য জগতের পটভূমিতেও আশার ক্ষীণ প্রদীপ শিখাকে প্রজ্বলন করেন তাঁর রচনায়, যা পড়ে মানুষ ঐ হতাশাগ্রস্থ জীবন থেকে উত্তরণের একটা দীপশিখার সন্ধান পান। আর ঐ দীপশিখাকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে যায় সুগম উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশানায়। বিশ শতকে সমাজে দিকে দিকে নারী স্বাধীনতা জাগরিত হচ্ছে। নারী আর গৃহের চারকোণে আটকে থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার লাঞ্ছনা- গঞ্জনা সহ্য করতে আগ্রহী নয়, তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। দীর্ঘদিনের সমাজ ব্যবস্থার বাঁধন খুলে মুক্ত বিহঙ্গের মতো আকাশপথে বিচরণ করতে চাইছে, সেই প্রেক্ষাপটেই নারী মননের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনা গুলোর প্রতিফলন ঘটিয়েছে। নারী শিক্ষার অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার সংবিধানের গণ্ডী ত্যাগ করে বাস্তব সমাজের প্রয়োজন হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প রচনার মূল উপাদান হল চেনা পরিবেশ, অতীত বর্তমানের চেনা স্মৃতি কথা আর শ্রুত কাহিনী। পরিবেশ, চরিত্রে ও ঘটনা বিন্যাসে হাল্কা চাল নেই, সমস্ত বিষয়কে তিনি সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি রচনার ক্ষেত্রে নিজের আঙ্গিকে নিজের মতো করে কাহিনীর বিন্যাস করেছেন,তাই তাঁর গল্পগুলি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশ শতকের গল্প ও সমাজ পরিবেশের প্রসঙ্গে ডঃ শ্রাবণী পাল মন্তব্য করেছেন "বিংশ শতাব্দীর বাংলা ছোটগল্পের ধারা অনুসরণ করলে আমরা এমনভাবেই পেয়ে যাই আমাদের দেশকালের পরিবর্তিত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট, অস্থির কালের গর্ভ থেকে উঠে আসা ছোটগল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি আবহমান মানব-জীবনের অনেক স্বপ্ন আর সংকট -এইভাবে নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর্যায়ে পেরিয়ে আসা গল্পগুলি আমাদের কখনো দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের নিজেদেরই মুখোমুখি। বাংলা ছোটগল্প আর বাঙালির জীবনচর্যা কখনো পরস্পরের পরিপূরক হয়ে যায়।"[২]

সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনের তাগিদে, জীবন ধারণের তাগিদে মেয়েদের পরিবারের গণ্ডী কেটে বেরিয়ে আসা, বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার রসদ সংগ্রহ করার বাস্তবচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কয়েকটি গল্পে। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের ভাঙন, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে মেয়েদের সামাজিক অবস্থার বদল ঘটিয়েছেন 'অভিনেত্রী', 'অবতরনিকা', 'মহাশ্বেতা', 'প্রতিভূ', 'ছোট দিদিমণি', 'সেতার', 'রস' প্রভৃতি গল্পে। এই পর্বে নারী প্রগতি বিষয়ে আলোকপাত করবো।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহাশ্বেতা' গল্পটিতে প্রগাঢ় প্রেমের সার্থক চিত্র অঙ্কিত হলেও, তার পাশাপাশি ছিল সমাজে নারীর স্থান বদলের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। নায়িকা চরিত্র অমিতার নাম বদল করে নায়ক চিন্মোহন নাম রাখেন মহাশ্বেতা। এই মহাশ্বেতা চরিত্র যেন সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে। নিজের বৈধব্যশ্লিষ্ট শুষ্ক জীবনকে সরিয়ে দিয়ে নতুন জীবনে পদার্পণ করে স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার করতে চেয়েছে। এই চিন্মোহনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর চতুর্দশী নব বালিকা বধূ সেজে শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করা মাত্র অতীতের যন্ত্রনাদায়ক জীবন ভুলে যেতে চেয়েছে। গল্পে দেখতে পাই ননদ বধূবেশে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিয়ে যখন প্রশ্ন করেছে মহাশ্বেতা নিজে নিজেকে চিনতে পারছে কিনা, তখনই তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় অতীত জীবনকে ত্যাগ করার প্রবল আকাঙ্খা। সে বলেছে ---

"না পারাই তো ভালো।"[৩] এখানে চরিত্রের বদল ঘটেছে অতীতের বৈধব্য নারীদের মতো সে বাকি জীবনটা আনন্দহীনভাবে বিরহের মধ্যে কাটাতে চাননি। তাই নতুন জীবনে পদার্পণ করে জীবনের থেমে যাওয়া রথকে আবার চালিত করতে চাইছে যা বিংশ শতাব্দীর নারী ভাবনার-ই পরিচয় বহন করে। আর অপরদিকে মহাশ্বেতা চরিত্রের মধ্যে এসেছে গাম্ভীর্য। সে বাড়ীর চার-দেওয়ালে বন্দী নয়, সে স্কুলের হেড মিস্ট্রেস, উচ্চ শিক্ষিতা। তার চরিত্রের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন---"ওর বৈধব্যক্লিষ্ট ক্ষীণ চেহারায় যেন এক নতুন করে ছোঁয়া লেগেছে। বয়স ওর পঁচিশ হ'তে চলল, গত বছর বি টি পাশ করে গুরুগম্ভীর হেড মিস্ট্রেস হয়েছে। বাড়িতেও খাওয়া শোওয়া নিয়ে ওর কড়া শাসনে ভুবনবাবুকে সর্বদা তটস্থ থাকতে হয়।'[৪]-এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন বিংশ শতাব্দীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বেড়াজাল ভঙ্গের-ই ঈঙ্গিত বহন করে।

'অবতরণিকা' গল্পের নায়িকা আরতি। আরতি চাকরিজীবী মহিলা। গল্পের শুরুতেই দেখতে পাই আরতির চাকরি নিয়ে পারিবারিক অশান্তি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে বাড়ি ফিরছে। শাশুড়ী নেপথ্যে বলেছেন ---"এই বোধহয় এলেন আমাদের মহারাণী। রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর সংসারের কথা মনে পড়ল। দুদিন ধরে মেয়েটার যে জ্বর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই"।[৫] স্বামী সুব্রতই প্রথমে সংসারের প্রয়োজনে আরতিকে চাকরি করতে পাঠিয়েছে এবং চাকরির টাকা সে সংসারের খাতেই খরচ করে কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কপালে জুটেছে শাশুড়ীর গঞ্জনা। আরতি চাকরি করতে করতে দিনের পর দিন স্বাধীন হয়ে উঠেছে, স্বামীর প্রতি নির্ভরশীলতা তার অনেকাংশে কমে গেছে। সমস্ত বিষয়ে সে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সুব্রত স্ত্রীর চাকরি করাকে পছন্দ করে কারণ সংসারে অর্থের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু স্ত্রীর ঐ স্বাধীনচেতা মনোভাবকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর সর্বদায় মনে হয়েছে স্ত্রী বাইরে যাওয়ায় স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার খর্ব হয়েছে। আর এখান থেকেই শুরু হয় সংঘাত, ঝগড়ার চরম মূহুর্তে সুব্রত আরতিকে চাকরি ছাড়তে বলে---"তোমায় হয় চাকরি ছাড়তে হবে, নয় আমাকে। চাকরি যদি করতে হয়, অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা কর।'[৬] কিন্তু আরতি তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল, সে সংসারের প্রয়োজনে নিজের প্রয়োজনে চাকরি করবেই, মাথা তুলে দাঁড়াবেই।আরতি চরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে জেদ, তেমনি অপরদিকে রয়েছে চরম অপমানের প্রতিশোধ লিপ্সা।চাকরি জীবনে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। মিঃ মুখার্জীর সঙ্গে কমিশন নিয়ে ঝামেলা হওয়ায় বন্ধুর হয়ে প্রতিবাদ করেছে।বান্ধবীকে অশালীন মন্তব্য করায় চরম অপমানে সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সময় শুধু অপমানটাই বড় করে দেখেছে, সংসারে অভাবের তাড়না সেই সময় তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সময় সে মন্তব্য করেছে–"মানসম্মান নিয়ে ওখানে আর কাজ করা যায় না"।[৭] আরতি তার বান্ধবী এথিডের অপমানের জবাব দিতে বিংশ শতাব্দীতেও অফিসের বসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। সে বলেছে- "আপনি যা বলেছেন উইথড্র না করলে কোন ভদ্রলোকের মেয়েছেলে আপনার এখানে কাজ করতে পারে না"।[৮] তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিংশশতাব্দীর সেই মেয়েদের কথা, যাদের কাছে সংসারের মান অপমানের চেয়ে নারীর মান সম্মান অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।তাই আরতি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যেন সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষনা করেছে।সর্বোপরি আরতি চরিত্রের মধ্যে তৎকালীন নারী চরিত্রের দৃঢ়তা, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা তাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপযোগী চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। চরিত্রটি ছিল বরাবরই প্রতিবাদী চরিত্র। চাকরি করতে গিয়ে সে সমাজ ও সংসারের সমস্ত অপমান নীরবে প্রতিবাদ করেছে।আবার কখনো লড়াই করে প্রতিবাদ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে ভেঙে পড়েনি বা দুর্বল হয়ে পড়েনি।কিন্তু গল্পের শেষে সে ভেঙে পড়েছে, চোখের জলই তার প্রমাণ।যখন সুব্রত তাকে আবেগপ্রবণ বাঙালী মেয়ে বলে মন্তব্য করেছে তখন চরম যন্ত্রণায় ও অভিমানে সে কেঁদে ফেলেছে। সুব্রত বলেছে- "সবচেয়ে মজার কথা মা,সত্যি সত্যি যাকে অপমান করেছে সে হয়ত দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অফিসে হাজির হয়ে এতক্ষণে কাজও শুরু করে দিয়েছে।সে তো আর সেন্টিমেন্টাল বাঙালী মেয়ে নয়"।[৯] স্বামীর এই কথায় সে কাঁদতে লেগেছিল তার কারণ সমাজ পরিকাঠামোয় দাঁড়িয়ে একজন নারীকে অপমান করার প্রতিবাদ স্বরূপ সে চাকরি ছেড়েছিল। কিন্তু আজ চাকরি ছাড়ার জন্য স্বামীর

কাছে তাকে অপমানিত হতে হয়। অর্থাৎ আরতি চেয়েছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গণ্ডী পেরিয়ে নিজেরা স্বাধীনভাবে বাঁচবে, নিজেদের বাঁচার রসদ নিজেরাই সংগ্রহ করবে। আরতির চোখের জল সাময়িক দুর্বলতার পরিচয় বহন করলেও সারা গল্পজুড়েই ছিল তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে আরতি সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করেও ঐ পুরুষতান্ত্রিক, সমাজিক গণ্ডীবদ্ধ জীবনের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করেছিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'প্রতিভূ' গল্পের নারী চরিত্র সেবা একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্কুল ছাত্রী।বাড়ির পাশের একটা স্কুলে পাঠরত। সেবা সহজ,সরল মেয়ে হওয়ায় তার দাদুর সমবয়সী আদিত্যবাবুকে দাদুজ্ঞানে ভালোবেসেছিল। কিন্তু আদিত্যবাবু তার এই সরলতার সুযো্গে তাকে ঠকানোর চেষ্টা করেছিল।চরম অপমান করে সেবার নারীত্বকে।আদিত্যবাবুর নামের সঙ্গে সেবার নাম জড়িয়ে সকলে নোংরা ঈঙ্গিত করায় সে সবসময় দূরে সরে থাকতে চেয়েছে।সে নিজেকে আৎমরক্ষার তাগিদে বলেছে-"আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনি লোক ভালো নন। আপনার দুর্নাম আছে।সেই দুর্নাম আপনি আমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন। আপনার লজ্জা করে না কথা বলতে ?"[১০] - সেবার এই প্রশ্ন যেন ষাট বছরের বৃদ্ধ আদিত্যবাবুকে নয়, সমাজকে করা। চরম অপমানে,ঘৃনায় সে এই প্রশ্ন আদিত্যবাবুকে করেছে। আদিত্যবাবুর বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি বছর। এই বৃদ্ধ এক পনেরো-ষোলো বছরের নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। সে সেবাকে বলেছে -"ভেবেছি আমি তোমাকে বিয়ে করব, তুমি যদি রাজি হও। আমি তোমার বাবাকে বলি"।[১১] আদিত্যবাবু একথায় সেবাকে তীব্র অপমান করেছে। সেবার কাছে মনে হয়েছে এ অপমান যেন সমাজের সমস্ত সমবয়সী মেয়েদের অপমান। তাই সে এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এই বুড়োকে সে শাস্তি দিবেই।শাস্তি দিয়ে সেবা শান্ত হবে। সে বলেছে- "আচ্ছা, এর জবাব আপনাকে আমি পরে দেব"।[১২] মনের জেদে সত্যি সেবা একদিন ঐ বৃদ্ধকে পুকুরে আংটি পড়ার অছিলায়,প্রেমের অভিনয় করে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ডুবতে বলে রাত্রে। আংটির সন্ধানে বৃদ্ধ যৌবনা প্রেমিকার কথায় পুকুরে ডুব দেয় এবং পরবর্তীকালে নিউমোনিয়ায় মারা যায়। এইভাবে সেবা তার অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে।এই বৃদ্ধকে মেরে সেবা যেমন বেঁচে গেল তেমনি তার অপমানের প্রতিশোধও নেওয়া হল। কারণ সে বুঝেছিল সমাজে বাঁচতে হলে সমাজের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া মিথ্যা কথাগুলি বন্ধ করার জন্য তাকে আদিত্যবাবুকে শাস্তি দিতেই হবে।কারণ তাকে শাস্তি না দিলে আদিত্যবাবুর নামের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে যে মিথ্যা কথা রটেছে তার নিষ্পত্তি হবে না।আর এজন্য বড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় তাকে অপমানিত হতে হবে। পনেরো-ষোলো বছরের সেবা জীবনের সত্যটা বুঝতে পেরে সমাজের মধ্যে টিকে থাকার জন্য প্রতিবাদের এই পথটি বেছে নিয়েছিল। অর্থাৎ বিশশতকে নারী প্রগতির যুগে নারীর মননে ও চিন্তনে তখন প্রতিবাদ শব্দটি জায়গা করে নিয়েছে। বাঁচার তাগিদে, টিকে থাকার তাগিদে সময় বুঝে মান অপমানের উপযুক্ত জবাব তারা দিতে শুরু করেছে। তারই একটা খন্ডচিত্র এই গল্পটি।

'সেতার' গল্পে পাই আরেকটি নারী চরিত্রকে। এই গল্পে নারী চরিত্র নীলিমা স্বামী সংসারকে ভালোভাবে রাখার জন্য, স্বামীর চিকিৎসার টাকা জোগাড় করার জন্য বাড়ীর বাইরে রোজগারে বেরিয়েছে। নীলিমা সামাজিক গন্ডীবদ্ধ জীবন ছেড়ে বেরিয়ে আসছে তারই ঈঙ্গিত পাই তার শ্বশুরের কথায়। তিনি বলেছেন "নিতান্ত দুরদৃষ্টি না হলে কুললক্ষ্মী তুমি, তোমাকে আজ বেরোতে হয় টাকার চেষ্টায়"।[১৩] কিন্তু নারী চরিত্র নীলিমা রোজগারের তাগিদে সমস্ত সামাজিকতার বন্ধনকে উপেক্ষা করে বলতে পেরেছে- "কিন্তু এ সময় ঝি-গিরিতেও যে আমার অপমান নেই বাবা"।[১৪] অর্থাৎ তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা সামাজিকতার গন্ডী ছাড়িয়ে সাংসারের হাল ধরতে প্রস্তুত, যে কোনও কাজের বিনিময়ে রোজগার করে সংসারের হাল ধরতে চাই। সবাইকে সুখে শান্তিতে নিয়ে সংসার করতে চাই। ধীরে ধীরে অনেক বেশী রোজগার করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে নীলিমা।সেতারের টিউশনি ছাড়াও সে প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে গান গাওয়ার সুযোগ করেছে। এইভাবে একের পর এক ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে জীবনের লক্ষ্যে। তার মনে ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অদম্য সাহস। তাই সে বলেছে -" সুবিমলকে

সত্যি সত্যি নীলিমা দেখিয়ে দেবে তার সাধ্যের সীমা কতখানি"।[১৫] নীলিমা একাজ করতে পেরেছে মধ্যবিত্ত রমণীর ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে একজন কালের উপযোগী আধুনিক নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদে।

'ছোট দিদিমণি' গল্পে রেবা চরিত্রটির মধ্যে নারী চরিত্রের অতি সূক্ষ দিকগুলি ধরা পড়েছে। রেবা সংসার এর তাড়নায়, সংসার এর অভাব- অনটন মেটানোর জন্য স্কুলে কেরানী গিরির চাকরি নিয়েছে। এই চাকরি সে টাকার জন্য করছিল, এখানে তার মানসিক শান্তি ছিল না। স্বামীকে সে বলেছে "স্কুলে ঢুকে যদি পড়াতেই না পারলাম তা হলে আর কি হল"।[১৬] এটা ছিল তার হৃদয়ের অদম্য ইচ্ছা। এই স্কুলে রেবার ছেলেও পড়ত এবং সে ছিল প্রচন্ড দুষ্টু ও বদমেজাজী ছেলে। পাড়ার খারাপ বখাটে ছেলের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। ছেলে যখন পরীক্ষায় টুকলি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তখন রেবা চরম অপমানে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সংসারে অর্থ সংকটের কথা ভেবে চাকরি ছাড়তে পারেনি। ছেলেকে সমাজের মুলস্রোতে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করেও রেবা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু হাল ছেড়ে বসে থাকেনি। মনের প্রবল ইচ্ছা নিয়েই তৎকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ছেলেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার নবপন্থা বের করেছে। আর এই নবপন্থাতেই ছেলেকে নতুন করে মানুষ করার সুযোগ পেয়েছে। অর্থাৎ সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আশায় ও ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রেবা বিংশ শতকের আদর্শ মায়ের ভুমিকা পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।

'অভিনেত্রী' গল্পের নায়িকা লাবণ্য। লাবণ্যের সংসারেও রয়েছে অভাবের তাড়না। স্বামীর রোজগারে ঠিকমতো সংসার চলে না।তাই স্বামীর বন্ধু অনিমেষের কথা মতো সিনেমায় অভিনয় করতে বেরিয়ে যায় লাবণ্য। সংসারে অভাবের তাড়না তাকে সমাজ সংসার থেকে দূরে কোন এক অবাস্তব জগতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু লাবণ্য স্টুডিওর সামনে মালতী মল্লিকের মতো অভিনয় করতে পারেনি। সে হেরে গেছে। কিন্তু তৎকালীন প্রেক্ষাপটে পাওনাদারদের তাড়া তাকে সংসার জীবনে অভিনেত্রী বানিয়েই ছেড়েছে।যখনই পাওনাদারেরা দরজায় কড়া নাড়ে তখনই ঘরের মধ্যে লাবণ্য ও বিনয় অভিনয় শুরু করে দেয়। গোবিন্দবাবু বাড়ি ভাড়ার টাকা আনতে আসায় বিনয় জ্বরের ভান করে শুয়ে পড়ে,আর লাবন্য বাকি অভিনয়টা শেষ করে দেয়। সংসার জীবনে অভাবের তাড়না এই সমাজ পর্দায় তাকে সঠিক অভিনয় করতে বাধ্য করেছে। এখানে তার অভিনয়ে কোন ত্রুটি নেই। মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালবাসা সবই রয়েছে। আর রয়েছে চতুর বুদ্ধি।এই অভিনয় প্রসঙ্গে অনিমেষ বলেছেন -"আপনি মালতী মল্লিকের চেয়ে কোন অংশে কম নন"।[১৭] মালতী মল্লিকের মতো মেয়েরা টাকার জন্য নেমে পড়েছে অভিনয় ব্যবসায়। দিকে দিকে বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা অভিনয়ের আদব কায়দা নিঁখুত ভাবে আয়ত্ত করে রুজি রোজগারের পথ উন্মোচন করছে। লাবণ্যের মধ্যেও গড়ে উঠেছে এই অভিনয় সুলভ মানসিকতা। লাবণ্য অভিনয়ের পর্দায় ব্যর্থ অভিনেত্রী। কিন্তু সমাজ পরিবেশে, বাঁচার তাগিদে, জীবনের তাড়নায়, সংসার জীবনের সেই উদারতা, সহজ সরল অনাড়ম্বর মনোভাব ছেড়ে ফেলে চতুর রমণীতে পরিণত হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে অভিনয় করে পাওনাদারদের ঠকানোর বিদ্যা রপ্ত করেছে। অর্থাৎ অভিনয়ের পর্দায় এই অভিনেত্রী ব্যর্থ হলেও সংসারের পর্দায় তার অভিনয় অতুলনীয়। তার স্বামীর কথায়- "পাওনাদার ভাগাতে লাবণ্যের জুড়ি নেই অনিমেষ"।[১৮]

'রস' গল্পের নারী চরিত্র মাজু খাতুন ছিল বঞ্চিতা, অবহেলিতা নারী। মোতালেফ মাজু খাতুন কে কখনো ভালোবাসেনি। শুধু নিজের প্রয়োজনে খেজুর রসের গুড় বানানোর জন্য তাকে নিয়ে আসতো এবং বৎসরের ঐ কটা দিন সংসারী মানুষের অভিনয় করে রস শেষ হতেই তাড়িয়ে দিত।কারন মাজু খাতুনের হাতে তৈরি গুড়ের জন্যই বাজারে মোতালেফের গুড়ের এত কদর। সে চড়া দামে বাঁধা খরিদ্দারের কাছে গুড় বিক্রি করতে পারে। মোতালেফ ভালোবাসে অন্য নারী ফুলবানুকে। তাকে নিয়ে সে সংসার করতে চায়। তাই মাজু খাতুন অবহেলিত নারী হয়ে সরে যায় মোতালেফের জীবন থেকে এবং অন্য পুরুষকে বিয়ে করে সংসার বাঁধে। তার নতুন সংসারে মোতালেফের আগমনে প্রতিবাদী নারী সত্তা জাগরিত হয়। তার মনে ক্রোধ, রাগ ও হিংসা জাগরিত হয়।সে প্রতিবাদী সুরে কর্কশ কণ্ঠে গর্জে উঠেছে-"তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর, বিড়াল, থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও

সাংঘাতিক হয়।পুছ কর, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে, একটুও ভয় ডর নাই মনে, একটুও কি নাজ সরম নাই?"[১৯] একথা বলে মাজু খাতুন মোতালেফকে তার তীব্র অপমানের জবাব দিতে চেয়েছিল।লেখকও মন্তব্য করেছেন- "মাজু খাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু।"[২০]

বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের গল্পের নারী চরিত্রগুলি স্বমহিমায় মহিমান্বিত। বিশ শতকে মানুষ দাঙ্গা বিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে নিজেদের আত্মশক্তির অবক্ষয় ঘটিয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্ত দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মানবের আত্মশক্তির অবক্ষয় ঘটলেও কতকগুলি নারী চরিত্র স্বমহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানসিকতার বদল ঘটিয়েছে। তারা গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করে কখনো প্রতিবাদী চরিত্র, কখনো স্বনির্ভর হওয়ার জন্য তাদের মানসিকতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষন প্রকাশ করেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোট গল্পগুলি বিশ শতকের চারের দশকে রচিত। এই গল্পগুলি অন্যান্য গল্পের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল। ডঃ শ্রাবণী পাল মন্তব্য করেছেন- "চারের দশকে বাংলা গল্পের গোত্রান্তর ঘটল সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার ঘোষ, সোমেন চন্দ, সমরেশ বসু প্রমুখের হাতে"।[২১] তিনি গল্পের মূল বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন "মধ্যবিত্তের আত্মসংকট প্রকট হয়ে উঠল এদের লেখায়, স্বাধীনতা প্রাপ্তি যে ক্রমশ আশাভঙ্গের পরিস্থিতিতে গিয়ে পৌঁছেছিল, সেই পরিস্থিতিকেই তুলে ধরলেন তাঁরা"।[২২] মধ্যবিত্তের আত্মসংকটের পাশাপাশি এই পর্বেই শুরু হয়েছিল নারীদের আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাঁচার লড়াই। এখানে বাস্তববাদী ও মার্কসবাদী সাহিত্যের ধারায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল রাজনীতি। মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় সমাজকে বোঝা ও বোঝাবুঝির নিরিখে গল্প রচনা করার মধ্যে নতুন আদর্শবাদের জন্ম নিয়েছে। আর এখান থেকেই সাংসারিক জীবনে এসেছে নীতিবোধ ও ভালোমন্দের লড়াই। এই নীতিবোধ থেকেই নারী চরিত্রগুলি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলি যেন মধ্যবিত্ত ধ্যান ধরণা থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে সমকালের উপযোগী আধুনিক নারী চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই নারী চরিত্র আর সমাজের চার দেওয়ালের বন্দী নয়। জীবন জীবিকার তাড়নায় জীবনের ভালো মন্দটা উপভোগ করার তাগিদে আজ মুক্ত বিহঙ্গ। তাই গল্পের এক একটা নারী চরিত্র যেন তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এক একটা ভাবমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ সমাজের ভালো মন্দ, দায়-দায়িত্ব সবই স্পর্শ করেছিল তাদের কোমল হৃদয় কিন্তু ঐ কোমল হৃদয়ের অধিকারিণী নারী চরিত্রই অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেছে।এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের অন্যায়-অবিচার ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থানের চিত্রটি-ই পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। গল্পমালা-১-নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্প লেখার গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ১১
২। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক, ডঃ শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, অক্ষর প্রকাশনী, পৃঃ ২৯
৩। গল্পমালা-১-নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মহাশ্বেতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ২৩
৪। ঐ, পৃঃ ২০
৫। গল্পমালা-১-নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অবতরণিকা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ১২২
৬। ঐ, পৃঃ ১৩৭
৭। ঐ, পৃঃ ১৪১
৮। ঐ, পৃঃ ১৪২
৯। ঐ, পৃঃ ১৪২

১০। গল্পমালা-১-নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতিভূ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ২৬২
১১। ঐ, পৃঃ ২৬২
১২। ঐ, পৃঃ ২৬২
১৩। গল্পমালা-১-নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সেতার, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ৪৫
১৪। ঐ, পৃঃ ৪৫
১৫। ঐ, পৃঃ ৪৯
১৬। গল্পমালা-১-নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ছোট দিদিমনি, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ৩২২
১৭। গল্পমালা-১-নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অভিনেত্রী, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ২১৩
১৮। ঐ, পৃঃ ২১২
১৯। গল্পমালা-১-নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রস, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ৭৭
২০। ঐ, পৃঃ ৭৭
২১। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক, ডঃ শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, অক্ষর প্রকাশনী, পৃঃ ১৭
২২। ঐ, পৃঃ ১৭

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

১। গল্পমালা-১-নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স
২। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক, ডঃ শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, অক্ষর প্রকাশনী
৩। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ- দ্বিতীয় খন্ড, পুস্তকবিপণি কোলকাতা।
৪। জগদীশ ভট্টাচার্য, আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি-১৯৯৪